সংবাদ

তারিখ 23 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

রাজশাহীর মেসপাড়া বিশেষ নজরদারিতে

প্রতিনিধি, রাজশাহী

শিক্ষানগরী রাজশাহীতে রয়েছে প্রায় দেড় হাজার মেস। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবাসিক সংকটের কারণে শিক্ষার্থীরা বাস করছেন এসব মেসে। সম্প্রতি গুলশান ও শোলাকিয়ায় জঙ্গি হানার পর টনক নড়েছে নগর পুলিশের। এরই মধ্যে বিশেষ নজরদারি চলছে মেসগুলোতে। নতুন ও পুরনো মেস মেম্বারদের তথ্য নিচ্ছে রাজশাহী মহানগর পুলিশ (আরএমপি)। আর এতে সহায়তা দিচ্ছে রাজশাহী সিটি করপোরেশন।

যদিও নগরীতে কতগুলো মেস রয়েছে তার সঠিক হিসাব নগর পুলিশ ও নগর সংস্থা কারো কাঁছেই নেই। রাজশাহী মহানগর পুলিশের মুখপাত্র ইফতে খায়ের আলম বলেন, নগরজুড়ে মেস রয়েছে হাজার খানেক। এর বাইরে শিক্ষার্থীরা প্রায় পাঁচশ' বাসা ভাড়া নিয়েও বসবাস করছেন। আগে মেসগুলোতে তেমন নজরদারি ছিল না। তবে এখন বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে নগরীর মেসে উঠতে শিক্ষার্থীদের একটি ফরম পূরণ করতে হবে। নগর পুলিশের পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত ওই ফরম পূরণের পর মেস কর্তৃপক্ষই পুলিশের কাছে পৌঁছে দেবে। এ ছাড়া গোয়েন্দা তৎপরতাও বাড়ানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এক সময় নগরীর বিভিন্ন এলাকার মেসে বসে নাশকতার পরিকল্পনা হতো। চলতো নানান অপকর্মও। কিন্তু নতুন করে নজরদারি বাড়ানোয় কমে এসেছে এসব কর্মকান্ড। প্রায় প্রতিদিনই বিশেষ অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

এ ছাড়া ভাড়াটিয়া সেজে কিংবা মেসে অবস্থান করে কেউ যেন নাশকতা ঘটাতে না পারে সে বিষয়েও সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে পুলিশ। এ নিয়ে সবার সর্বাত্মক সহযোগিতাও চেয়েছেন এ নগর পুলিশ কর্মকর্তা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর এলাকায় অবস্থিত গোল্ডেন টাচ ছাত্রাবাসের মালিক ওমর ফারুক জানান, এরই মধ্যে তারা পুলিশের সরবরাহকৃত ফরম পূরণ করে থানায় পৌঁছে দিয়েছেন। এতে মেসে অবস্থানকারীদের স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, পারিবারিক তথ্য চাওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত কিনা তাও জেনে নেয়া হচ্ছে। এভাবে তথ্য সংগ্রহ করার বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন ওই এলাকার আরো কয়েকজন মেস মালিক। নগরীর নিরাপত্তায় বিষয়টিকে তারা কার্যকরী উদ্যোগ বলেও মনে করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে সিট পাননি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যব্যবস্থা বিভাগের প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন। এখন তার ঠিকানা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর আমজাদের মোড় এলাকার আলম ছাত্রাবাস। ওই শিক্ষার্থীর ভাষ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের পাশাপাশি ওই এলাকার মেসগুলোয় ভর্তিচ্ছুরাও রয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি ওই ফরম পূরণ করেছেন। নগর পুলিশের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযানে ০৮ জন জামায়াত- শিবির কর্মীসহ মোট ৩২ জনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।